কথা সত্য, মতলব খারাপ (কালিমাতু হাক্কিন উরিদা বিহাল

(كلمة حق أريد بها باطل “ বাতিল
একদা হযরত আলী (রা:) জুমআর খুৎবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় খারিজি দলের কয়েকজন দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করল—
“ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ”

অর্থাৎ, “বিধান একমাত্র আল্লাহর।”

উদ্দেশ্য : রাষ্ট্র পরিচালনায় আমরা আলীর হুকুম না মানা।

বাক্যটি ছিল আল-কুরআনের আয়াত, অর্থাৎ কথাটি সত্য। কিন্তু সেই মুহূর্তে এর পেছনে যে উদ্দেশ্য কাজ করছিল, সেটি ছিল রাজনৈতিক বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। তারা মূলত হযরত আলী (রা.)-এর নেতৃত্ব অস্বীকার করে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চাচ্ছিল।
বিচক্ষণ খলিফা হযরত আলী (রা.) তখন জবাবে বলেছিলেন—
“কালিমাতু হাক্কিন উরিদা বিহাল বাতিল।”

অর্থাৎ, “কথাটি সত্য, কিন্তু এর মাধ্যমে অসৎ উদ্দেশ্য সাধন করা হচ্ছে।”

তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন— সত্য বাক্যও কখনো কখনো ভুল উদ্দেশ্যে ব্যবহার হতে পারে। ধর্ম, নীতি কিংবা ন্যায়ের কথা মুখে বললেই উদ্দেশ্য পবিত্র হয়ে যায় না; সেই কথার পেছনের অভিপ্রায়ও গুরুত্বপূর্ণ।

এই গ্রুপটি মূলত ছিল হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর খলিফা হওয়ার চরম বিরোধী। বিচক্ষণ খলিফা হযরত আলী রা. তাদের অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাই তিনি জুম্মার খুৎবারত অবস্থাতেই তাদের জবাবে বললেন, তোমরা যা বলেছো তা আল কুরআনের আয়াত। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তোমরা আমাকে উৎখাত করে রাষ্ট্রে বিশৃংখল অবস্থা সৃষ্টি করতে চাও। তোমাদের এই অসৎ উদ্দেশ্য সফল হবে না।

“বিধান একমাত্র আল্লাহ্ তা’য়ালারই” কথাটা সত্য, তোমাদের মতলবটা খারাপ। আমরা তোমাদেরকে আল্লাহর ঘর মসজিদে আল্লাহর যিকির করতে

কখনো বাঁধা দিব না এবং তোমাদেরকে গনিমতের সম্পদ গ্রহণ থেকেও নিষেধ করব না। তোমরা আমাদের সাথে থাকবে এবং আমরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব না, না তোমরা আমাদের সাথে যুদ্ধে উপনীত হবে।

পরবর্তীতে তিনি তাদেরকে শহর থেকে বহিস্কার করেছিলেন। এখনো পর্যন্ত এ ধরনের সব অসৎ লোকদের অপপ্রচার চলছে ইসলাম ও কুরআন-হাদীসকে ব্যবহার করেই। ধর্মের অপ-ব্যবহার এখনো অব্যাহত আছে।

সময় বদলেছে, কিন্তু সত্যকে ঢাল বা অপব্যবহারের করে স্বার্থ হাসিলের প্রবণতা পুরোপুরি বদলায়নি। ধর্ম, নৈতিকতা কিংবা মানবতার কথা বলে অনেক সময় ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার চেষ্টা দেখা যায়।

আমাদের সমাজেও এর নানা উদাহরণ চোখে পড়ে। কখনো ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা হয়, কখনো রাজনৈতিক প্রচারণায় ধর্মীয় পরিচয়কে অতিরিক্তভাবে সামনে আনা হয়, আবার কখনো ব্যবসায়িক স্বার্থে ধর্মীয় শব্দ বা প্রতীককে বিপণনের অংশ বানানো হয়।

উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা দিই।

আমাদের দেশে ভিক্ষাবৃত্তিতে ধর্মের অপব্যবহার হয়, খুলে বলি কিভাবে হয়।

আমাদের দেশে ভিক্ষুকরা দেখবেন নানানরুপে ভিক্ষা করে, ঢাকার মোড়ে মোড়ে দেখবেন ভিক্ষুক বিভিন্ন অসহায় বেশে ভিক্ষা করছে, কেউ পঙ্গুত্ব বেশে, শিশু কোলে অসহায়ত্ব প্রকাশ করে, সবচেয়ে বেশী ধর্মীয় বেশে। ধর্মীয় বেশে প্রথমে হয়তোবা কালেমা পড়ে বা কোরআনের কিছু আয়াত পড়ে ভিক্ষা করে। ধর্মের কিছু প্রচারণা করে শেষে হাত পাতে, যাতে মানূষের ভিতর ভয় বা সিম্প্যাথি আদায় করে স্বার্থ হাসিল করা যায়। তারা ভিক্ষার আগে যা বলে সঠিক বলে কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্ম প্রচার নয়, ভিক্ষা পাওয়ার জন্য তারা এইভাবে ধর্মের নাম নিয়ে ভিক্ষা করে।

এখানে মূল প্রশ্ন ধর্ম নয়; প্রশ্ন হচ্ছে উদ্দেশ্য। কেউ যদি আন্তরিক বিশ্বাস থেকে ধর্মীয় মূল্যবোধ ধারণ করেন, সেটি অবশ্যই সম্মানের বিষয়। কিন্তু যখন ধর্ম বা নৈতিকতার ভাষা কেবল মানুষের আবেগ প্রভাবিত করার উপকরণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন প্রশ্ন উঠতেই পারে— এটি কি সত্যিকার আদর্শ, নাকি কৌশল?

রাজনীতিতেও আমরা প্রায়ই দেখি, নির্বাচনের সময় অনেক নেতা সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করেন। কেউ টুপি পরেন, কেউ ধর্মীয় বক্তব্য বেশি দেন, কেউ নিজেকে অতিরিক্ত ধার্মিক হিসেবে উপস্থাপন করেন। এটি ব্যক্তিগত বিশ্বাস থেকেও হতে পারে, আবার জনসমর্থন অর্জনের কৌশলও হতে পারে। পার্থক্যটা নির্ভর করে কাজ ও চরিত্রের ধারাবাহিকতার ওপর।

ব্যবসার ক্ষেত্রেও একই বিষয় দেখা যায়। কোনো পণ্যের সঙ্গে “হালাল”, “বিশুদ্ধ”, “ধর্মসম্মত” ইত্যাদি শব্দ যুক্ত করা যদি সত্যিকার মান ও নীতির প্রতিফলন হয়, তবে সেটি ইতিবাচক। কিন্তু যদি শুধু বাজার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করা হয়, তবে সেখানে প্রশ্ন থেকেই যায়।

ব্যবসায়ও ধর্মের ব্যবহার হয় সিম্প্যাথি নেয়ার জন্য। যেখানে যে ধর্ম অনুসারী সংখ্যা গুরু সেখানে সেই ধর্মকে পুজিকে ব্যবহার করার টেন্ডেনসি থাকে। সাবানটা যখন বাজার পাচ্ছিলো না, যুক্ত হলো ১০০% হালাল। আর ব্যবসায় ঠেকায় কে? এখানে মতলব কি ব্যবসা নাকি উদ্দেশ্য ধর্ম ঠিক রাখা। উদ্দেশ্য যদি সঠিক থাকে, তাহলে ঠিক আছে আর যদি মতলব থাকে ব্যবসা, প্রশ্ন তখনই উঠে।

এমনকি তথাকথিত অনেক সমাজসেবক বা বুদ্ধিজীবী আছেন, যারা মুখে খুব বড় বড় দেশপ্রেমের কথা বলেন, জনসেবার বুলি আওড়ান। কিন্তু দিনশেষে তাদের আসল উদ্দেশ্য থাকে নিজের ক্যারিয়ার গড়া, ক্ষমতা পাওয়া বা জনপ্রতিনিধি হওয়া। তাদের কাছে দেশপ্রেমের মূল্যবোধ শুধুই নিজের স্বার্থের সিঁড়ি।

সত্যকে ভালোবাসা যেমন ঈমানের দাবি, তেমনি সত্যের নামে অসৎ উদ্দেশ্য আড়াল করাও বড় বিপদ। তাই শুধু কথার সৌন্দর্য নয়, কথার পেছনের নিয়ত, চরিত্র ও কর্ম— সবকিছুর বিচার করাই প্রজ্ঞার পরিচয়। হযরত আলী (রা.)-এর শিক্ষা আজও আমাদের মনে করিয়ে দেয়— “কথা সত্য হতে পারে, কিন্তু মতলব খারাপও হতে পারে।”

লেখক: বিএসএস (সম্মান)
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] (2021) [redacted] [redacted] [redacted]-2021-[redacted] [redacted] [redacted] [

বাউবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বলেন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নকল বা পরীক্ষায় কোনো ধরনের অসদুপায়ের বিষয়ে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অনুসরণ করে। একটি সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য পরীক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। পরীক্ষার স্বচ্ছতা ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার কোনো চেষ্টা বরদাশত করা হবে না।

তিনি পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তা-কর্মচারী, কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ ও কক্ষ পরিদর্শকদের সর্বোচ্চ সতর্কতা, সততা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দেন।

এদিকে কর্তব্যরত সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও প্রহারের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন বাউবির উপাচার্য। একই সঙ্গে ঘটনায় আহত সাংবাদিকদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন তিনি।

মেহেরপুরের কাঁচাবাজারে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট

অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের অভিযোগ তুলে কাঁচাবাজার, মুদি ব্যবসায়ী, মাছ ও মাংস ব্যবসায়ীরা আন্দোলনে নেমেছেন। অনির্দিষ্টকালের জন্য বাজার বন্ধ করে দিয়েছেন তারা।

ফলে সকাল থেকেই বড়বাজারের সব দোকানপাট বন্ধ রয়েছে। এতে বিপাকে পড়েছেন ক্রেতা ও কৃষকরা।

তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান জানান, খাজনা জটিলতা নিরসনে জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি। তারা কোনো সমাধান দেননি। পরে সংবাদ সম্মেলন করে সবাইকে জানানো হলেও কোনো কাজ হয়নি।

তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন, ‘প্রতিটি পণ্যের ওপর তারা খাজনা নিতে চাচ্ছেন। ১০ থেকে ২০ গুণ বেশি হারে খাজনা নেওয়া হচ্ছে। এরই প্রতিবাদ করছি আমরা। আমরা এর সুষ্ঠু সমাধান চাই। সমাধান না হওয়া

পর্যন্ত এ ধর্মঘট চলবে।’

এদিকে জেলার কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে এ বাজারে আসেন। রাজধানী ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা এখানে ভিড় জমান। তারা এসব পণ্য কিনে নিয়ে যান। বাজার বন্ধ থাকায় লোকসানের মুখে পড়বেন কৃষকরা।

তাদের উৎপাদিত সবজি বিক্রি করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হবে। ফলে বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়তে পারেন তারা।

মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ার বাসিন্দা আনারুল ইসলাম বলেন, ‘কাঁচাবাজারটি নিত্যপণ্যের বাজার। প্রতিদিনই মানুষের প্রয়োজন হয়।

অথচ বাজারে এসে দেখছি সব দোকান বন্ধ। রান্নাবান্না করার জন্য সবজি কোথা থেকে কিনব? আর চাল, আটা, মুদিপণ্য না কিনতে পারলে বাসার কী অবস্থা হবে?’

ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘এভাবে জিম্মি করে রাখা নয়, আমরা দ্রুত সমস্যার সমাধান চাই।’

কাঁচামালের আড়ত ব্যবসায়ী শফিক আহম্মেদ বলেন, ‘ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য আমাদের এ আন্দোলন। এভাবে বেশি বেশি করে খাজনা নিলে বাইরের ব্যবসায়ীরা বাজারে আসা বন্ধ করে দেবেন। ফলে ক্ষতির মুখে পড়বেন ব্যবসায়ী ও কৃষকরা।’

কৃষকরা তাদের উৎপাদিত সবজি বিক্রি করতে বাজারে এসেছেন। কিন্তু বাজার বন্ধ থাকায় তারা বিক্রি করতে পারছেন না। বিক্রি করতে না পারলে এসব সবজি পচে যাবে। কারণ প্রতিটি সবজিই পচনশীল। সমস্যা সমাধান করে দ্রুত বাজার চালু করার জন্য জেলা প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তারা।

কুলবাড়িয়া গ্রামের সবজি ব্যবসায়ী লাবলু মোল্লা বলেন, ‘মাঠে উৎপাদিত সবজি বাজারে বিক্রি করতে এসেছি। অথচ বাজার বন্ধ।

প্রতিদিনের উৎপাদিত সবজি প্রতিদিন তুলে বিক্রি করতে না পারলে লোকসানে পড়তে হবে। এছাড়াও জমি থেকে প্রতিদিন সবজি তুলতে না পারলে উৎপাদন কমে যাবে।’

বাজারের ইজারাদার সাদাত হোসেন বুড়োর দাবি, ‘আমরা সরকার

নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে এক টাকাও বেশি নিচ্ছি না। বরং তিন দফায় পরিবর্তন করে খাজনা কমানো হয়েছে।’

ব্যবসায়ী নেতারা বলছেন, প্রতিদিন এ বাজারে ৭ থেকে ৮ কোটি টাকার কেনাবেচা হয়।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের উপ-প্রচার সম্পাদক হিরন আটক

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের উপ-প্রচার সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরনকে আটক করেছে পুলিশ। পরে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

শনিবার দিবাগত রাতে মেহেরপুর শহরের মালোপাড়ায় নিজ বাসভবন থেকে তাকে আটক করা হয়। রোববার বিকেলে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাকে আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জুলাই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দায়ের করা একটি মামলায় মিজানুর রহমান হিরনকে আসামি করা হয়েছে। ওই মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়। পরে আদালতের নির্দেশে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মামলার পরবর্তী আইনগত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

ও সাধারণ ক্রেতাদের কেনাকাটায় প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

গাংনীতে উচ্চমাত্রার অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে সেকমোর প্রেসক্রিপশন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (সেকমো) ডা. মো. রায়হান কবিরের বিরুদ্ধে রোগীর প্রেসক্রিপশনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই উচ্চমাত্রার অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে।

সম্প্রতি জীবন মেডিকেয়ার হোম নামের একটি স্থানীয় ক্লিনিকে চিকিৎসা নিতে আসা এক রোগীর প্রেসক্রিপশনে মেরোপেনাম (Meropenem) নামের উচ্চমাত্রার অ্যান্টিবায়োটিক লিখে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক সাধারণত গুরুতর সংক্রমণের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের বিশেষ বিবেচনায় ব্যবহার করা হয়। ফলে সাধারণ রোগীর প্রেসক্রিপশনে এটি ব্যবহারের অভিযোগে স্থানীয়ভাবে উদ্বেগ ও আলোচনা তৈরি হয়েছে।

অভিযোগের বিষয়ে ডা. মো. রায়হান কবিরের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, “এই ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক লেখা আমার উচিত নয়। তারপরও আমি লিখেছি, এটা আমার ভুল হয়েছে। এই ধরনের ওষুধ আমরা ব্যবহার করি না, কাউকে লিখিও না। আমার ভুলের মধ্যে এটা একটি ভুল। এর আগে আমি এ ধরনের ভুল করিনি। এই ধরনের মেডিসিন আমি একদমই লিখতে পারি না। আমার ভুল হয়েছে।”

স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অপ্রয়োজনে বা ভুল নিয়মে উচ্চমাত্রার অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স বা জীবাণুর ওষুধ প্রতিরোধী

হয়ে ওঠার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। এতে ভবিষ্যতে সাধারণ সংক্রমণের চিকিৎসাও জটিল হয়ে পড়তে পারে।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ইউএইচএন্ডএফপিও ডা. একরামুল হক জানান, সেকমো ডা. রায়হান কবিরকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ৩০, ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর এই তিন দিনের মধ্যে তাঁকে নোটিশের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

তিনি বলেন, “কোনো সেকমো বা চিকিৎসকই এ ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক লিখতে পারেন না।”

এ বিষয়ে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন বলেন, যেহেতু ডা. রায়হান কবিরকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে, তাই তাঁর জবাব পাওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে অসহায় ও দরিদ্রদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

মুজিবনগর সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা’র উদ্যোগে অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

সংস্থার সভাপতি মো. শফিকুল ইসলাম কান্তের নির্দেশনায় সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের বামনপাড়া গ্রামে বিভিন্ন এলাকার অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মাঝে এ খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

আজ রোববার (৩০ আগস্ট) বিকেলে বামনপাড়া গ্রামে এ মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে অস্বচ্ছল মানুষের কষ্ট লাঘব করতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সংস্থার নির্বাহী কর্মকর্তারা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত থেকে দরিদ্র মানুষের হাতে চাল, ডাল, তেল, আটা ও লবণের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন।

এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর সামাজিক

উন্নয়ন সংস্থা, মেহেরপুরের সাধারণ সম্পাদক মো. রাজু হোসেন। তিনি বলেন, “সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব। ভবিষ্যতে সমাজের বিত্তবানরা এগিয়ে এলে এ ধরনের সহায়তা কার্যক্রম আরও বড় পরিসরে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।”

খাদ্যসামগ্রী পেয়ে স্থানীয় দুস্থ ও অসহায় মানুষেরা আনন্দ প্রকাশ করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ও মুজিবনগর সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার সদস্য মো. জাহারুল ইসলাম।
এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নির্বাহী সদস্য কুলসুম খাতুন, সদস্য শেখ জাহিমাসহ অন্যান্য সদস্য।

গাংনীতে সাংবাদিকদের ওপর হামলা: মূল দুই অভিযুক্ত শিক্ষক আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ডিগ্রি কলেজে দায়িত্ব পালনকালে দুই সাংবাদিককে মারধর, আটকে রাখা এবং সংবাদ সংগ্রাহর সরঞ্জাম ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগের মামলায় মূল দুই অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ।

রোববার (৩০ আগস্ট) দুপুরে মেহেরপুর শহরের কোর্ট রোডের নিমতলা এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। গাংনী থানা পুলিশ ও মেহেরপুর ডিবি পুলিশের একটি যৌথ দল অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

আটকরা হলেন কাজিপুর ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক মনিরুজ্জামান বিপ্লব ও রফিকুজ্জামান বাবর আলী। তারা এ মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।

এর আগে শনিবার (২৯ আগস্ট) তেঁতুলবাড়িয়া এলাকা থেকে খায়রুজ্জামান ওরফে আকামত নামে মামলার এক অজ্ঞাতনামা আসামিকে আটক করে পুলিশ। এ নিয়ে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় এখন পর্যন্ত তিনজনকে আটক করা হলো।

যাদুখালী স্কুল অ্যান্ড কলেজের নতুন অ্যাডহক কমিটিকে সংবর্ধনা

মেহেরপুরের পিরোজপুরে যাদুখালী স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডি/অ্যাডহক কমিটির সংবর্ধনা এবং অভিভাবক-শিক্ষার্থী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার সকাল ১১টায় যাদুখালী স্কুল অ্যান্ড কলেজের হলরুমে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মোস্তফা সাঈদ কামাল।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নবনিযুক্ত সভাপতি মিন্টু আলী, পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আতিয়ার রহমান বিশ্বাস, প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম, পিরোজপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক হাবিবুর রহমান, গহরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ফিরোজ আহমেদ, সোনাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল্লাহ আল মামুন, শিক্ষক সদস্য শাহিদুল ইসলাম ও অভিভাবক সদস্য আমজাদ হোসেনসহ শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, সভাপতি মিন্টু আলীসহ মোট পাঁচ সদস্য নিয়ে প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে।
অধ্যক্ষ মোস্তফা সাঈদ কামাল বলেন, নতুন অ্যাডহক কমিটির মাধ্যমে যাদুখালী স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার মান ও সার্বিক কার্যক্রম আরও এগিয়ে যাবে। এ জন্য নতুন সভাপতি, কমিটির সদস্য ও অভিভাবকদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

অনুষ্ঠান শেষে নবনিযুক্ত সভাপতি মিন্টু আলী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি বকুল ফুলের চারা রোপণ করেন। এ সময় তিনি প্রতিষ্ঠানের সবুজ ও সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলতে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

[redacted]

[redacted]